22/9/2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

যুগান্তর

**ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ : আহত ১০**

# বরিশাল মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা

বরিশাল ব্যুরো

শুক্রবার রাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত হামলা, ভাংচুর এবং ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রদলের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে বরিশাল মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার মধ্যে ৪টি আবাসিক হলের ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের পৃথক হামলায় মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি সঞ্জয় কর এবং ছাত্রদল কর্মী তুষার রেজা ও জুয়েলসহ মোট ১০ জন আহত হয়েছেন। ছাত্রদল হাসপাতালের ক্যান্টিনসহ ৪টি কক্ষের জানালার গ্লাস ভেঙে চুরমার করেছে। পুলিশসহ একাধিক সূত্র জানায়, শুক্রবার রাত ১১টায় জনৈক শাম্মীর নেতৃত্বে ৪/৫ জন সশস্ত্র বহিরাগত যুবক ইন্টার্নি ডক্টর্স হোস্টেলে গিয়ে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকে খোঁজে। ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে, ছাত্রদলের যুবকরা ইন্টার্নি হোস্টেলের ২১১, ২১২ ও ২১৩ নম্বর কক্ষ ভাংচুর করে। তারা মেডিকেল কলেজ শাখার ছাত্রলীগের

বরিশাল : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

## বরিশাল : মেডিকেল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মিলন ও তুহিন নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে অস্ত্রের মুখে তাদের সঙ্গে নিয়ে ভিপি সঞ্জয়কে খুঁজতে থাকে। রাত সাড়ে ১১টায় ২ নম্বর ছাত্রাবাসের সামনে একটি চায়ের দোকানে ভিপি সঞ্জয়কে পেয়ে তারা যুবদল নেতা মেহেদীর ক্লাবে নিয়ে যেতে চায়। সঞ্জয় যেতে না চাইলে সশস্ত্র যুবকরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথা ও কপালের ডানপাশে আঘাত করে। এতে সঞ্জয় রক্তাক্ত জখম হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ভিপি সঞ্জয় জানান, ১ নম্বর ছাত্রাবাসের নিচে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে সশস্ত্র ছাত্রদল কর্মীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পরপর ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে গভীর রাতে কয়েক দফা মিছিল সমাবেশ করে। ছাত্রলীগ শনিবার সকাল থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে প্রশাসনিক কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছে। অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে বেলা আনুমানিক ১১টায় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে জঙ্গি মিছিল বের করে। মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণকালে ব্যায়ামাগারের কাছে ছাত্রলীগ কর্মীরা তুষার নামে এক ছাত্রদল কর্মীকে বেদম মারধর করে। পরে পুলিশ তাকে রক্ষা করে। তুষার তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এর আগে জেলা ছাত্রলীগ সম্পাদক তারিক বিন ইসলামসহ ছাত্রলীগ কর্মীরা রেজাউল ইসলাম রেজা নামে বহিরাগত এক ছাত্রদল কর্মীকে মারধর করে পুলিশে দেয়। রেজার বাসা মেডিকেল কলেজের পেছনে। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে আবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। বেলা সোয়া ১২টায় মেডিকেল কলেজের পেছনের গেট দিয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের জঙ্গি মিছিল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। একবার ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণের পর উত্তেজিত ছাত্রঐক্যের কর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের অভ্যন্তরে ঢোকার চেষ্টা করে। ওই ভবনের অভ্যন্তরে ছিল ছাত্রলীগের অবস্থান। প্রধান ফটক ছিল তালাবদ্ধ। ঢুকতে না পেরে ছাত্রঐক্যের কর্মীরা ইটপাটকেল ছোড়ে। এ সময় ছাত্রঐক্যের কতিপয় কর্মী হাসপাতালের পেছনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে ক্যান্টিন তছনছ করে এবং মেডিসিন ক্লাব সন্ধানী, রেড ক্রিসেন্ট, ইমার্জেন্সি বিভাগসহ ১০টি কক্ষের জানালার গ্লাস ব্যাপক ভাংচুর করে। এ সময় মাথায় ইটের আঘাতে জখম হয় ছাত্রদল ফকির বাড়ি ওয়ার্ড শাখার সভাপতি জুয়েল। আহত জুয়েল বলেছে, সন্ধানীর ভেতর থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকে লক্ষ্য করে ইট মেরেছে। ছাত্রদলের ভাংচুরের সময় ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা পৌনে ১টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা শহীদুল্লাহ, ছাত্রদল নেতা মাকসুদুর রহমান মাকসুদ, মনোয়ার হোসেন জিপু, জাহিদুল ইসলাম সমীর, মীর জাহিদুল কবির জাহিদ, সাইফুল আহসান আজিম, ছাত্রশিবির নেতা কামরুল আহসান ও নেয়ামুল করিম।

এদিকে গতকাল মেডিকেল কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং ৩টি ছাত্রাবাস ও ১টি ছাত্রীনিবাসের ছাত্র-ছাত্রীদের শনিবার বিকাল ৫টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ছাত্রলীগ জেলা শাখা ও বাকসু পৃথক বিবৃতিতে মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের হামলা, ভাংচুর এবং ছাত্রলীগ নেতা সঞ্জয় করকে আহত করার নিন্দা করেছে।